لا اله الا الله محمد رسول الله

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

পূর্ব-পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার মুখপত্র

নব পর্যায় : ১৭শ বর্ষ : ১৫ই মার্চ : ১৯৬৪ সন : ২১শ সংখ্যা

মিনারাতুল মসিহ্ ও মস্‌জিদ আক্‌সা
(কাদিয়ান)

"হে ইউরোপ। তুমিও নিরাপদ নহ ; হে এশিয়া! তুমিও নিরাপদ নহ ; হে দ্বীপবাসীগণ, কোন কল্পিত খোদা তোমাদিগকে সাহায্য করিবে না আমি শহরগুলিকে ধ্বংশ হইতে দেখিতেছি এবং জনপদগুলিকে জন-মানব শূন্য পাইতেছি। সেই একমেবাদ্বিতীয়ম খোদা দীর্ঘকাল যাবৎ নীরব ছিলেন, তাঁহার সম্মুখে বহু অন্যায় অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদিন তিনি নীরবে সব সহ্য করিয়া গিয়াছেন ; কিন্তু এবার তিনি রুদ্র মূর্ত্তিতে তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করিবেন। যাহার কর্ণ আছে সে শ্রবণ করুক যে, ঐ সময় দূরে নহে। আমি সকলকে খোদার আশ্রয়ের ছায়াতলে একত্রিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি ; কিন্তু ভবিতব্য পূর্ণ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। আমি সত্য সত্যই বলিতেছি, এদেশের পালাও ঘনাইয়া আসিতেছে। লুতের যুগের ছবি তোমাদের চোখের সম্মুখে ভাসিবে, নূহের যুগের ছবি তোমরা স্বচক্ষে দর্শন করিবে।

—হযরত মসিহ মাউদ (আঃ), ১৯০৬

সম্পাদক :— এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আন্‌ওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা—৫৲

তবলীগ কন্সেশনে—৩

প্রতি সংখ্যা ·২৫ পয়সা

তবলিগ কন্সেশনে ·১৬ পয়সা

আহ্‌মদী
১৭শ বর্ষ

সূচিপত্র

২১শ সংখ্যা
১৫ই মার্চ, ১৯৬৪ ইং

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
॥ কোরআন করীমের অনুবাদ	॥ মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ সাহেব মরহুম (রহঃ)	॥ ৪০৯
॥ হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর অমৃতবাণী	॥ সংগ্রাহক—মৌলবী মোহাম্মাদ	॥ ৪১১
॥ হযরত মসিহ মাউদ (আঃ)-এর অমৃতবাণী	॥ অনুবাদক—মৌলবী মোহাম্মাদ	॥ ৪১৯
॥ জুমআর খুতবা	॥ হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সানি (আইঃ) অনুবাদক—মৌলবী মোহাম্মাদ	॥ ৪১২
॥ ২০শে ফেব্রুয়ারী	॥ বেগম কানেতা আহ্‌মদ	॥ ৪১৯
॥ শহীদী গজল	॥ মোহাম্মাদ সলিমুল্লাহ্	॥ ৪২২
॥ যীশুর প্রায়শ্চিত্ত	॥ আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী	॥ ৪২৩
॥ শহীদ স্মরণে	॥ শহীদুর রহমান	॥ ৪২৫

পরলোকে আল্লামা জিল্লুর রহমান সাহেব (রহঃ)

গত ৬ই মার্চ রাত্রি সাড়ে নয় ঘটিকায় আল্লামা জিল্লুর রহমান সাহেব তাঁহার নারায়ণগঞ্জস্থ বাসভবনে পরলোক গমণ করিয়াছেন। ইন্নালিল্লাহে.....রাজেউন।

তাঁহার চার পুত্র ও চার কন্যা জীবিত আছেন। আল্লাহ্-তা'লা তাহাদেরকে সান্ত্বনা দিন ও মরহুমের আত্মার মাগফেরাত দান করুন। আমীন।

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلی علی رسوله الکریم
و علی عبده المسیح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় : ১৭শ বর্ষ :: ১৫ই মার্চ্চ : ১৯৬৪ সন :: ২১শ সংখ্যা

কোরআন করীমের অনুবাদ

মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ সাহেব মরহুম (রঃ)

সুরাহ্‌ আল-আনআম

৮ম রুকু

৬২। এবং তিনিই তাহার বান্দাগণের উপর সর্বাধিনায়ক, এবং তিনি তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক প্রেরণ করেন, এমন কি যখন তোমাদের কাহারও মৃত্যুকাল সন্নিকট হয় তখন আমাদের প্রেরিতগণ তাহার মৃত্যু ঘটায় এবং তাহারা কিঞ্চিৎ মাত্রও ত্রুটি করে না।

৬৩। অতঃপর তাহাদিগকে তাহাদের প্রকৃত প্রভু আল্লাহ্‌র নিকট উপস্থিত করা হইয়া থাকে। জানিয়া রাখ একমাত্র তাঁহারই মীমাংসা বলবৎ হইবে এবং তিনি অতি সত্বর হিসাব গ্রহণকারী।

৬৪। তুমি বল যখন তোমরা স্থল ও জলের গভীর অন্ধকারে তাহার নিকট এই বলিয়া

নীরবে সকাতরে প্রার্থনা কর যে, যদি তিনি আমাদিগকে ইহা হইতে ত্রান করেন, তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা কৃতজ্ঞগণের অন্তর্ভূক্ত হইয়া থাকিব তখন কে তোমাদিগকে উদ্ধার করে ?

৬৫। তুমি বল আল্লাহ্‌ তোমাদিগকে ইহা হইতে এবং সমুদয় বিপদ হইতে রক্ষা করেন, অতঃপর তোমরা তাঁহার সহিত অন্যকে শরীক করিয়া লও।

৬৬। তুমি বল, তোমাদের উপর তোমাদের উর্দ্ধ হইতে অথবা তোমাদের পদতল হইতে শাস্তি প্রেরণ করিতে অথবা তোমাদিগকে দলে দলে বিভক্ত করিতে এবং একদলের দ্বারা অপর দলকে যুদ্ধের স্বাদ গ্রহণ করাইতে একমাত্র তিনিই শক্তিমান। দেখ কেমন ভাবে আমরা প্রমান সমূহকে বিভিন্ন ধারায় ব্যক্ত করিতেছি যেন তাহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে।

৬৭। এবং তোমার জাতি ইহাকে মিথ্যা বলে, যদিও ইহা নিশ্চিত সত্য। তুমি বল, আমি তোমাদের উপর ক্ষমতা পরিচালক নহি।

৬৮। প্রত্যেক ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার নির্দ্দিষ্ট সময় আছে। এবং অচিরেই তোমরা জানিতে পারিবে।

৬৯। এবং যখন তুমি তাহাদিগকে দেখ যাহারা আমার বিধান সম্বন্ধে বিরুদ্ধ সমালোচনা করিতেছে তখন তুমি তাহাদের নিকট হইতে দূরে সরিয়া থাকিও, যে পর্যন্ত না তাহারা অন্য কথার আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়। আর যদি শয়তান তোমাকে ভুলাইয়া দেয় তবে স্মরণ হওয়ার পর এইরূপ সীমালঙ্ঘনকারীদের সহিত আর বসিয়া থাকিও না।

৭০। এবং ধর্ম-ভীরুদের উপর ঐ সমস্ত লোকদের কোন কাজের কিছু মাত্র দায়িত্ব নাই ; কিন্তু তাহারা উহাদিগকে উপদেশ দিবে, হয়ত উহারা ধার্মিকতা গ্রহণ করিতে পারে।

৭১। তুমি উহাদিগকে ছাড়িয়া দাও, যাহারা নিজেদের ধর্মকে খেলা ও তামাশার বিষয় করিয়া লইয়াছে এবং পার্থিব জীবন তাহাদিগকে সম্মোহিত করিয়া রাখিয়াছে এবং তুমি এই কোরআন দ্বারা উপদেশ দিতে যাক, যেন কাহাকেও তাহার অপকর্মের দরুণ বঞ্চিত করা না হয়। (তাহার জানিয়া রাখা উচিত সেইদিন) আল্লাহ্‌ ব্যতীত তাহার কোন বন্ধু থাকিবে না এবং কোন সুপারিশকারকও থাকিবে না। এবং সে যদি সর্বপ্রকার বিনিময় দিতে চায় তবুও তাহার নিকট হইতে উহা গৃহিত হইবে না। উহারাই এমন লোক যাহারা নিজেদের অপকর্মের ফলে বঞ্চিত হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের প্রত্যাখ্যানের বিনিময়ে তাহাদের জন্য ফুটন্ত পানীয় জল এবং বেদনাদায়ক শাস্তি নির্দ্ধারিত আছে।

(ক্রমশঃ)

★

হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর অমৃতবাণী

(এক)

সেই ব্যক্তি মুসলীম যাহার জিহ্বা এবং হাত হইতে মুসলমানগণ নিরাপদ এবং সেই ব্যক্তি মহাজের যে ব্যক্তি আল্লার নিষিদ্ধ বিষয় বস্তু হইতে হিজরত করে।- (বোখারী বর্ণিত)

এক ব্যক্তি হযরত রসুল করীম (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিল, "মুসলমানদের মধ্যে কোন ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম ?" তিনি উত্তর দিলেন, "সেই ব্যক্তি যাহার হস্ত ও জিহ্বা হইতে মুসলমানগণ নিরাপদ।"—(বোখারী ও মুসলীম)

(দুই)

যে ব্যক্তি আমাদের নমাজ পড়ে এবং কাবার দিকে মুখ করে এবং আমাদের জবেহ্ করা প্রাণী আহার করে সেই ব্যক্তি মুসলমান—যাহার জন্য আল্লাহ্-তা'লা জামিন রহিয়াছেন ও তাঁহার রসুল জামিন রহিয়াছেন। অতএব আল্লাহ্-তা'লার সহিত তাঁহার জামানতের বিশ্বাসঘাতকতা করিও না।—(বোখারী)

যখন তোমাদের মধ্যে কেহ আল্লার নিকট উত্তমভাবে আত্ম সমর্পন করে তখন তাহার প্রত্যেক কাজের জন্য দশ হইতে সাতশগুণ তদনুযায়ী (পুণ্য) লিখা যায় এবং তাহার প্রত্যেক পাপের জন্য মাত্র একটি তদনুযায়ী (পাপ) লিখা হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে আল্লাহ্র সম্মুখে হাজির হয়।—(বোখারী ও মুসলীম)।

সংগ্রাহক—মৌলবী মোহাম্মাদ

★

হযরত মসিহে মাউদ (আঃ)-এর অমৃতবাণী

ধৈর্য ও একটি এবাদত

ধৈর্যও একটি এবাদত। খোদা-তা'লা বলিয়াছেন যে, ধৈর্যশীলগণ অগণিত প্রতিদান পাইবে এবং তাহারা অশেষ পুরস্কারে ভুষিত হইবে। পুরস্কারের এইরূপ ধারা কেবল ধৈর্য-শীলগণের জন্যই নির্দ্ধারিত রহিয়াছে। এমন কি এবাদতের জন্য আল্লাহতা'লার এইরূপ ওয়াদা নাই। যখন কোন ব্যক্তি কাহারো সাহায্যের উপর জীবন যাপন করে এবং তাহার উপর ক্রমাগত দুঃখের উপর দুঃখ পৌঁছিতে থাকে তখন যিনি তাহার সহায়ক, তাঁহার অবজ্ঞার উদ্রেক হয় এবং তিনি দুঃখ প্রদানকারীকে ধ্বংস করিয়া দেন। অনুরূপ ভাবে আমাদিগের জামাত আল্লাহতা'লার রক্ষণাধীনে। দুঃখ ভোগ করিলে

ঈমান মজবুত হয়। ধৈর্যের ন্যায় মূল্যবান আর কিছুই নাই।

স্মরণ রাখিও, ধৈর্যশীল প্রশস্ত অন্তরের অধিকারী হয়। যে ধৈর্য ধারণ করে না, তাহার অবস্থা যেন সে খোদার উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে চাহে। স্বয়ং তাঁহার আধিপত্যে থাকিতে চাহেনা। এইরূপ উদ্ধত ও দুঃসাহসী ব্যক্তি যে খোদার মহিমা ও উচ্চ মর্যাদাকে ভয় করে না, তাহাকে বঞ্চিত এবং কর্তিত করা হয়।

আলফজল
১৩।২।৬৪

অনুবাদক—মৌলবী মোহাম্মাদ

★

জুমআর খুতবা

হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সানি (আঃ)

সদা আপন কাজে ভালবাসা এবং যুক্তির সমতা রাখিও। সমতা রক্ষা না করিলে তুমি ভ্রান্ত ধারণায় পড়িবে অথবা বেকুফ সাজিবে।

সুরা ফাতেহা পাঠ করিবার পর হুজুর বলেন :—যুক্তি এবং ভালবাসার ফল দুই রকম হইয়া থাকে। যুক্তি বলে, যে আকারে সত্যকে পাইয়াছ সেই আকারে উহাকে মান এবং ভালবাসা বলে তোমার প্রিয় পাত্রকে যথা সম্ভব দোষ হইতে ঢাকিয়া রাখ। এই দুয়ের সংমিশ্রণে দুনিয়ায় শান্তির উদ্ভব হয় এবং মানুষের জন্য উন্নতির পথ খুলে। যদি কোন যুক্তির উপর ভিত্তি রাখা যায় এবং ভালবাসা ও সহানুভূতিকে উপেক্ষা করিয়া চলা যায়, তাহা হইলে মানুষ সন্দেহ এবং চিত্ত-বিভ্রান্তির মধ্যে পতিত হইবে এবং অযথা পদে পদে অপরের সম্বন্ধে কুধারণায় লিপ্ত হইবে। যেমন আহারে বসিলে সে সন্দেহ করিতে থাকিবে হয়ত কেহ তাহার খাদ্যে বিষ মিশাইয়া দিয়াছে, কাহারও সহিত চলিবার কালে সন্দেহ করিবে যে, হয়ত তাহার সাথী তাহার পিঠে ছোরা মারিয়া দিবে, সওদা করিবার সময় তাহার ধারণা হইবে যে, দোকানদার তাহাকে ঠকাইতেছে। এই ভাবে প্রতি পদে সন্দেহের স্তূপ বাড়িতে বাড়িতে তাহার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিবে।

প্রবাদ আছে যে, এক ব্যক্তিকে কেহ বলিয়া দিয়াছিল যে, দর্জি চোর হইয়া থাকে। অবশ্য এ কথা সত্য যে, এ পেশাই এরূপ যে, কাপড়ের কোন কোন ছাট প্রয়োজনে লাগে না। এক গিরা দুই গিরা করিয়া যে সব টুকরা বাঁচিয়া যায় সেগুলির দ্বারা কোন কোন লোভী দর্জী জোড়াতালি দিয়া টুপি বা অন্য কোন সাধারণ ব্যবহারের জিনিস তৈয়ার করিয়া বিক্রয় করে এবং তদ্দ্বারা দুই পয়সা বাড়তি উপার্জন করিয়া

থাকে। কিন্তু এই কথাকে বেশী বাড়াইয়া ইহা চিন্তা করা যে, যে কোন দর্জীই ঈমানদার নহে একান্ত ভ্রমাত্মক। যাহা হউক প্রবাদ উল্লিখিত ব্যক্তিকে কেহ জোর দিয়া বলিয়াছিল যে, কোন দর্জীকে কখনও বিশ্বাস করিও না। সব দর্জী চোর। এই কথা তাহার মস্তিষ্কে গভীরভাবে দাগ কাটিয়া বসিয়া গিয়াছিল এবং সে ভাবিয়াছিল যে, ইহা দ্বারা তাহার হুশিয়ার থাকার সুযোগ মিলিয়া গেল। এক দিন সে কিছু কাপড় খরিদ করিয়া টুপি বানাইতে মনস্থ করিল। তদনুসারে সে এক দর্জীর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে, উক্ত কাপড় দিয়া একটি টুপি বানান যাইবে কিনা। দর্জী উত্তরে জানাইল যে, একটি টুপি বানান যাইবে। যেহেতু তাহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, দর্জীগণ চোর, সেই জন্য সে মনে করিল যে, নিশ্চয়ই এক টুপির বেশী কাপড় রহিয়াছে। সেই জন্যই দর্জী বাড়তি কাপড়ের হিসাব হাতে রাখিয়া তাহার কথায় সায় দিতেছে। এইজন্য সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল যে, ঐ কাপড় দিয়া দুইটি টুপি বানান যাইবে কিনা। তখন দর্জী উত্তরে 'হাঁ' জানাইল। যেহেতু ঐ ব্যক্তির গুরু তাহাকে জানাইয়া দিয়াছিল যে দর্জীগণ সব সময় কাপড় বাঁচাইয়া থাকে, সেইজন্য দর্জীর উত্তর শুনিয়া সে ভাবিল, ঐ কাপড় দিয়া তিনটি টুপি হইতে পারে। তাই সে দর্জীকে জিজ্ঞাসা করিল যে, ঐ কাপড় দ্বারা তিনটি টুপি হইবে কিনা। দর্জীর এই উত্তর শুনিয়া তাহার সন্দেহ দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হইল যে, সে যদি একটি টুপি বানাইতে বলিত, তাহা হইলে দর্জী দুইটি টুপির কাপড় বাঁচাইয়া লইত এবং দুইটির কথা বলিলে একটির কাপড় বাঁচাইয়া লইত। এখন তাহার বিশ্বাস হইল যে, কাপড় এখনও বেশী আছে এবং উহা হইতে চতুর্থ টুপিও তৈয়ারী হইতে পারে নচেৎ দর্জী কখনও বলিতে পারে না যে, তিনটি টুপি হইবে। কারণ ইহা হইতে তাহার নিজের জন্যও তো কাপড় বাঁচাইতে হইবে। তখন সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল যে, উহার দ্বারা চারিটি টুপি হইতে পারে কিনা। তখন দর্জী উত্তর দিল, "হাঁ, উহা দিয়া চারিটি টুপিও হইতে পারে।" তখন তাহার সন্দেহ আরও বাড়িয়া গেল, 'কি এখনও আরও কাপড় বাঁচিবে।' তখন সে আবার জিজ্ঞাসা করিল উহা দিয়া পাঁচটি টুপি হইতে পারে কি না। দর্জী উত্তরে জানাইল যে, পাঁচটি টুপি বানান যাইতে পারে। তখন সে মনে মনে বলিল যে, দর্জী যখন পাঁচটি টুপি বানাইতে রাজী হইয়াছে তখন ইহা দিয়া ছয়টি টুপিও হইতে পারে। এবারও দর্জী উত্তরে জানাইল যে, ছয়টি টুপি করা যাইতে পারে। ঐ ব্যক্তির এখনও বিশ্বাস যে, দর্জী এখনও কাপড় বাঁচাইতেছে। তাই সে আবার জিজ্ঞাসা করিল যে, ইহা দিয়া সাতটি টুপি বানান যায় কিনা। দর্জী জানাইল যে, বানান যাইতে পারে। সে এখন ধারণা করিল যে, দর্জী এখনও কাপড় বাঁচাইতেছে। তাই সে জিজ্ঞাসা করিল, আটটি টুপি হইতে পারে কিনা। ইহাতেও দর্জি সম্মতি জানাইল। এবার তাহার চক্ষু লজ্জা হইল এবং সে মনে মনে বলিল যে, আটটি টুপি তৈয়ার করিবার পরও সে যদি কাপড় চুরি করে তাহা হইলে সে তাহা করুক। দর্জীকে জিজ্ঞাসা করিল যে, টুপিগুলি কবে পর্যন্ত পাওয়া যাইবে। দর্জী বলিল, "আট

দিন পরে আসিয়া লইয়া যাইবেন।" তদনুসারে সে আট দিন পরে দর্জীর নিকট গেল। দর্জী টুপি তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছিল; কিন্তু সেগুলি আঙ্গুস্তানার ন্যায় অত্যন্ত ছোট ছোট। সেই ব্যক্তি টুপিগুলি দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া কহিল, "তুমি এভাবে আমার কাপড় নষ্ট করিলে কেন।" দর্জী জানাইল যে, তাহাকে আটটি টুপির ফরমাইশ দেওয়া হইয়াছিল, সে আটটি টুপিই বানাইয়াছে। অধিকন্তু সে বলিল, "যদি কেহ ধরিয়া দিতে পারে যে, আমি এক আঙ্গুল কাপড়ও নষ্ট করিয়াছি তাহা হইলে আমি অপরাধী হইতে প্রস্তুত। ঐ কাপড়ে আটটি টুপি বানাইলে ঐ সাইজেরই হইবে।" তখন সেই ব্যক্তি লজ্জিত হইয়া চলিয়া গেল এবং কুধারণার শাস্তি পাইল। মোট কথা যদি একমাত্র যুক্তির ব্যবহার করা হয় তাহা হইলে ইহা মানুষকে পাগলামির দিকে লইয়া যাইবে। অনুরুপ ভাবে শুধু ভালবাসা মানুষকে বেকুফ এবং মূর্খ বানায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ কোন ব্যক্তির স্ত্রী মিথ্যা বলিলে লোকে যখন সে বিষয় তাহাকে জানায়, তখন সে তাহাদিগকে গালি দিতে আরম্ভ করে এবং বলে, "আমার স্ত্রী মিথ্যা বলিতেই পারে না।" পুত্র চুরি করিলে যখন তাহাকে নালিশ জানান হয়, তখন তাহাদিগকে সে ভাল মন্দ বকিতে থাকে এবং বলে, "আমার ছেলে এমন করেই না।" সে তাহার পুত্রের দিল চিরিয়া সত্য সত্য দেখে নাই; পরন্তু তাহার জ্ঞান শুধু ভালবাসার মধ্যে সীমাবদ্ধ। সে মনে করে যে, তাহার স্ত্রী কখনও মিথ্যা বলিতে পারে না। এবং তাহার পুত্র চুরি করিতে পারে না।" মোট কথা ভালবাসার আতিশয্যে মানুষে বেকুফ হইয়া যায়। অতএব যদি শুধু যুক্তির দ্বারা কাজ লওয়া হয় তাহা হইলে কুধারণা এবং সন্দেহ উত্তরোত্তর বাড়িতে থাকে এবং যদি কেবল ভালবাসা দিয়া কাজ লওয়া যায় তাহা হইলে মানুষ বেকুফ এবং মুর্খ বনিয়া যায়। সারা মহল্লার লোক যখন দুর্নাম করিতে থাকে যে, অমুকের স্ত্রী মিথ্যাবাদী তখন যাহার স্ত্রী সে মনে মনে খুসি হইতে থাকে যে, তাহার চেয়ে বড় পুরস্কার কে কবে লাভ করিয়াছে। সে যেরূপ স্ত্রী পাইয়াছে তেমন কয় জনের ভাগ্যে জোটে। কিন্তু মোমেনের পথ এই দুয়ের মধ্যে। মোমেন ভালবাসা কিম্বা যুক্তি কোনটাই উপেক্ষা করে না বরং প্রত্যেক কথাকে পরীক্ষা করিয়া দেখার চেষ্টা করে এবং আল্লাহ্-তা'লা সত্য নির্দ্ধারণের জন্য যে সকল সঠিক পন্থা নির্দিষ্ট করিয়াছেন, সে গুলির দ্বারা প্রত্যেক বিষয়ের মীমাংসা করিয়া থাকে। সে সুধারণারও সদ্ব্যবহার করিয়া থাকে এবং অযথা সন্দেহ হইতে বাঁচিবার চেষ্টাও করিয়া থাকে। সে বলে, "যতক্ষণ কোন বিষয় সুস্পষ্ট না হয় তখন পর্যন্ত আমি ইহা মানিয়া লইতে পারি না।" কেহ যদি তাহাকে বলে যে, তাহার স্ত্রী কোন অন্যায় করিয়াছে, তাহা হইলে সে বলিবে "প্রত্যেকের স্ত্রী ইহা করিতে পারে। যদি তুমি প্রমাণ করিয়া দিতে পার যে, আমার স্ত্রী সত্যই ইহা করিয়াছে, তাহা হইলে আমি মানিয়া লইব।" অনুরূপ ভাবে কেহ যদি তাহার পুত্র সম্বন্ধে নালিশ করে যে, সে চুরি করিয়াছে তখন সে উত্তর দেয়, "প্রত্যেক ছেলেই ইহা করিতে পারে। এমন কি

নবীগণের পুত্ররাও এরূপ আচরণ করিতে পারে। যদি তুমি প্রমাণ করিয়া দিতে পার যে, আমার পুত্র চুরি করিয়াছে, তাহা হইলে আমি তাহাকে শাস্তি দিব।" ফল কথা সে ভালবাসায় এরূপ মোহান্ধ হয় না যদ্দারা সে মুর্খতার অন্ধকারে গিয়া পড়ে অথবা শুধু যুক্তি দিয়াও কাজ করে না যদ্দারা সে কুধারণা ও মিথ্যা সন্দেহের বশবর্তী হইয়া বিকৃতমনা হইয়া যায়।

আমি দেখিতেছি যে, আমাদের জামাতের মধ্যে মানুষের এমন এক স্তর গড়িয়া উঠিয়াছে যাহারা যুক্তি এবং ভালবাসার মধ্যে সমতা রক্ষা করিয়া চলে না। হয় তাহারা একদিকে ঝুকিয়া আপন ভাইবোন সম্বন্ধে কুধারণা পোষণ করিতে থাকে এবং যখনই আপন ভ্রাতার সম্বন্ধে কোন কথা শুনে তখনই বিনা বিচারে উহা সত্য বলিয়া জানিয়া লয় এবং মনে করে যে, ইহা যুক্তিসঙ্গত সুতরাং ইহা মানিতেই হইবে। কোন বন্ধু কোন অভিযোগ জানাইলে সে বলে যে, যেহেতু তাহার বন্ধু একথা বলিয়াছে; সুতরাং উহা সত্য, অথচ তাঁহার বন্ধু এরূপ মিথ্যুক যে, তাহার বন্ধুর অভিযোগ যে মিথ্যা তাহা তিনিই সর্বাপেক্ষা বেশী বুঝেন।

প্রকৃত কথা এই যে, সে যেহেতু তাহার বন্ধু সেই জন্য সে তাহার কথা মানিয়া লইতে প্রস্তুত হয় এবং অন্যে যত সত্যবাদীই হউক না কেন তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ লাগাইয়া যায়। দেখিয়া মনে হয়, যেন তাহার নিকট পূণ্য যাচাইয়ের মাপকাঠি হইল বন্ধুত্ব এবং অপরিচয় অথবা বন্ধুত্ব পাতান না থাকা, শত্রুতা মাপের মাপকাঠি। যেন সত্যের সহিত খোদা-তা'লার কোন সম্বন্ধ নাই। পরন্তু উহার সম্বন্ধ কেবল বন্ধুর সহিত। বস্তুতঃ প্রকৃত সত্য ইহাই যে, কোন ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং তাহার রসুলের যত নিকটবর্ত্তি, সে তত বেশী সত্যবাদী হয়। যদি মুসায়লামা কাজ্জাবও তাহার নিকটবর্তি হয় তাহা হইলে সে সত্যবাদী হইবে এবং হযরত রসুল করীম (সাঃ) যদি তাহার নিকট হইতে দূর হন তাহা হইলে, নাউজুবিল্লাহ, তিনি মিথ্যাবাদী। খোদা নিজ প্রকৃতিতে স্বয়ং আলো। এই আলো হইতে তোমরা যতদূরে যাইবে, তত অন্ধকারে পড়িবে। কিন্তু আলোর সহিত যাহার সম্বন্ধ নাই, উহার নিকট হইতে দূরে গেলে কেহ আলো হইতে দূর হয় না। যেমন, তুমি যখন নিজেকে সূর্য হইতে সরাইয়া লও তখন তুমি অন্ধকারে পড়িবে। কিন্তু পিতার দিকে যদি তুমি পিঠ ফিরাইয়া বস, তাহা হইলে তোমার সম্মুখে আলোর মধ্যে কোন তারতম্য ঘটিবে না। তুমি সব জিনিস পূর্ববৎ দেখিতে পাইবে। সূর্য, পিতামাতার ন্যায় সম্মানের পাত্র নহে সত্য, কিন্তু খোদাতা'লা সূর্যের সহিত আলোর সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য করিয়াছেন এবং পিতামাতার মধ্যে এ বিশেষত্ব নাই।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ-তা'লা বলিয়াছেন যে, পিতামাতা তোমাদের প্রতি কঠোরতা ও মন্দ ব্যবহার করিলেও, তোমরা "উহ" পর্যন্ত করিও না। খোদা-তা'লা তৌহিদের উল্লেখ করিতে প্রত্যেক স্থানে আমাদের পিতামাতাকে সঙ্গে রাখিয়াছেন। দেখিলে মনে হয় যেন তাহাদিগকে তিনি নিজের অস্তিত্বের সহিত সংযুক্ত করিয়াছেন। যদিও কলেমার মধ্যে তিনি রসুলকে

নিজ তৌহিদের সহিত সংযুক্ত করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার আদেশাবলীর পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যার প্রত্যেক স্থানে তিনি আমাদের পিতামাতার উল্লেখ করিয়াছেন। মোট কথা পিতামাতার যে মর্যাদা তাহা সূর্যের নাই সত্য কিন্তু সূর্যের মধ্যে আল্লাহ্-তা'লা এই বৈশিষ্ট্য রাখিয়াছেন যে, উহা আলোক প্রদান করে। যদি তুমি লেপের মধ্যে মুখ ঢাকিয়া রাখ বা পরদার মধ্যে চলিয়া যাও তাহা হইলে তুমি অন্ধকারে পড়িবে। কিন্তু পিতামাতার মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় না। তুমি তাহা-দিগের দিকে পিঠ করিলে, তুমি সম্মুখে সব জিনিস দেখিতে পাইবে। সুতরাং পিতামাতার মর্যাদা পৃথক এবং সূর্যের মর্যাদা পৃথক। এই ভাবে তুমি খোদা-তা'লার নিকট হইতে যত দূরে যাইবে, তুমি সত্য হইতে তত দূরে সরিয়া যাইবে। এই গৌরব খোদা-তা'লা ছাড়া আর কাহারও নাই। ধর্মেরও এক বিশেষ মর্যাদা আছে। সত্য সমূহের সমষ্টির নাম ধর্ম। যে ব্যক্তি সত্য সমূহের সমষ্টি হইতে দূরে যাইবে সে মিথ্যার দিকে যাইতে বাধ্য। মনে কর কোরআন মজিদে দশ হাজার সত্য আছে। যদি কেহ ইহার মধ্যে মাত্র পাঁচ হাজার সত্যকে মানে তাহা হইলে ইহা সোজা কথা যে, সে বাকি পাঁচ হাজার সত্যকে অস্বীকার করে। যদি সে সিকি অংশে বিশ্বাসী হয়, তাহা হইলে ৭½ হাজার সত্য ফাঁকা চলিয়া যায়, যাহাতে সে অবিশ্বাসী গণ্য হইবে। কিন্তু পিতামাতা ও অন্যান্য আত্মীয়গণের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। ইহাদিগের নিকট হইতে তুমি যতই দূরে যাওনা কেন, সত্য তোমার সঙ্গে থাকিবে। খুব বেশী, যদি কেহ পিতামাতার বিরুদ্ধবাদী হয় তাহা হইলে সে মাত্র একটি সত্যের অস্বীকারকারী হইবে, যেহেতু আল্লাহ্-তা'লা পিতামাতাকে মান্য করিতে বলিয়াছেন। বাকি সত্য গুলি তাহার সহিত অবস্থান করিবে। সুতরাং কেবল ভালবাসাকে প্রাধান্য দিয়া যুক্তির সাহায্য গ্রহণ না করা মূর্খের কাজ। কারণ কখনও এমনও ঘটিয়া থাকে যে, ভালবাসা মানুষকে ধ্বংস করিয়া দেয়। আমাদিগের দেশে প্রবাদ আছে যে, একটি যুবক চুরি করিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। একদিন সে চুরি করিতে যাইয়া একজনকে খুন করিয়া বসিল। ইহার জন্য তাহার ফাঁসির হুকুম হইল। আইন না থাকিলেও অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার পূর্বে তাহার কোনও আকাঙ্খা আছে কিনা জিজ্ঞাসা করার রীতি আছে। ঐ যুবককে যখন এই কথা জিজ্ঞাসা করা হইল, তখন সে বলিল যে, সে তাহার মাতার একমাত্র পুত্র বিধায় সে একবার তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চায়। তখন তাহার মাতাকে আনান হইল। ঐ যুবক বলিল যে, সে তাহার মায়ের কানে কানে কিছু বলিতে চায়। অনুমতিক্রমে মা নিকটে আসিয়া যুবকের মুখের নিকট আপন কান রাখিলে যুবক তাহার কান পাটি দাঁত দিয়া চাপিয়া ধরিয়া এক টুকরা মাংস কাটিয়া লইল। যাহারা সেখানে উপস্থিত ছিল তাহারা তাহাকে ভৎর্সনা করিয়া বলিল "হতভাগা! তুই জানিস যে কাল তোর ফাঁসি হইবে, এখন এই শেষ সময়ে তুই আপন

মাতার সহিত একি ব্যবহার করিলি। এখন তোর খোদার ভয় করা উচিত," ঐ যুবক বলিল', "আমার মায়ের কাজের ফলেই আগামী কাল আমার ফাঁসি হইবে। ছেলে বেলায় সঙ্গীদিগকে ত্যক্ত করিবার জন্য আমি তাহাদের পেন্সিল এবং দোয়াত উঠাইয়া লইয়া আসিতাম। যখন উহাদের মালিক আমাদের বাড়ীতে আসিত এবং আমার মাকে বলিত তোমার ছেলে অমুক জিনিস চুরি করিয়া আনিয়াছে। উহা আমাদের বাহির করিয়া দাও। তখন আমার মা তাহাদিগকে গালি গালাজ করিত এবং বলিত, 'তোরা কি আমার ছেলেকে চোর ধরিতে আসিয়াছিস।' তখন তাহারা আর কি করিবে, ফিরিয়া চলিয়া যাইত এবং চুরি করা জিনিসগুলি আমার কাজে লাগিত। এইভাবে আস্তে আস্তে আমি চুরির কাজে অভ্যস্থ হইয়া পড়িলাম। কাহারও কোন জিনিস আমার নিকট আছে বলিয়া জানিতে পারিলে সে অধিকাংশ সময় সেগুলিকে লুকাইয়া ফেলিত। মালিকগণ জানিতে পারিত না যে, আমি তাহাদের জিনিস চুরি করিয়াছি। এই-ভাবে মা আমাকে পাপ কাজে সাহায্য করিত। পরে মাদ্রাসার ছোটখাট চুরি হইতে আরম্ভ করিয়া অন্যত্র চুরি করিতে অভ্যস্থ হইয়া পড়িলাম। অবশেষে একবার চুরি করিতে গিয়া আমি এক ব্যক্তিকে মারিয়া ফেলি যাহার ফলে কাল আমার ফাঁসি হইবে। এই ফাঁসীর কারণ আমার মা।"

মোটকথা ভালবাসা অর্থাৎ ভ্রান্ত ভালবাসা অনেক সময় মানুষকে ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলাইয়া দেয়। মানুষ মনে করে যে, সে নিজের বন্ধু অথবা আত্মীয়ের প্রতি সহানুভূতি করিতেছে। কিন্তু আসলে সে তাহাকে নষ্ট করিতে থাকে। সুতরাং একদিকে ভালবাসা মানুষকে মূর্খতায় নিক্ষিপ্ত করে, অপরদিকে তেমনি যুক্তি তাহাকে কুধারণায় লিপ্ত করে এবং কোন বন্ধু বা আত্মীয়ের নিকট উঠা বসা অসম্ভব হইয়া পড়ে। স্ত্রী মিঠাই বানাইলে তাহার সন্দেহ হয় না জানি তাহাতে বিষ মিশান আছে। আবার যখন সে যুক্তির সহিত ভালবাসাকে সংযুক্ত না করে তখন তাহার যুক্তি উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে। আমি দেখিয়াছি এখানে প্রায়ই লোকে কুধারণায় পতিত হয়।

কর্ম্মচারীগণ তাহাদের অধিনস্তের বিষয় সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করে না এবং তাহাদের বিষয় উদারতার সহিত মীমাংসা করিতে চেষ্টা করে না এবং এ নীতি অবলম্বন করে না যে, যতক্ষণ পর্যন্ত অপরাধ সাব্যস্ত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত যেন তাহাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা না হয়। আবার অনেকে আছে যাহারা মনে করে যে, কর্ম্মচারীগণ তাহাদিগের সহিত বেইমানী করে। লোক আমার নিকট আসে এবং নালিশ করে। অনেক সময় এমনও ঘটিয়াছে যে তাহাদের নালিশে আমি প্রভাবান্বিত হইয়া পাড়িয়াছি, অথচ প্রায় সময় অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, তাহারা কুধারণা পোষণ করিয়াছিল; আসলে বিষয়টি কিছুই ছিল না। মোমেনদিগকে আপস সম্বন্ধে كانهم بنيان مرصوص শীশা গলিত প্রাচীরের মত হওয়া

উচিত। উহার মধ্যে যেন কোথাও কোন ফাঁটল না থাকে। তোমাদের পরস্পরের সম্বন্ধ যদি এইরূপ না হয় তাহা হইলে তোমাদের শক্তি নষ্ট হইয়া যাইবে। স্বীয় সঙ্গীর সম্বন্ধে কুধারণা পোষণ করিলে তুমি দৃঢ় পদে দুষমনের মোকাবেলা করিতে পারিবে না। সতঃই তোমার মনে প্রশ্ন হইতে থাকিবে, "আমার সঙ্গী আমার কি হীত সাধন করিয়াছে যে তাহার জন্য আমি কোরবাণী করিব?' ফলে দুষমন সুযোগ পাইবে এবং সে তোমাদিগকে এক এক করিয়া মারিয়া ফেলিবে এবং তবলীগ বন্ধ হইয়া যাইবে। কারণ কুধারণা পোষণ করা যাহার অভ্যাস হইয়া যায়, সে উহা বন্ধুদিগের মধ্যেও প্রচার করিয়া বেড়ায় ও জানায় যে, অমুক বড় বেইমান এবং মনে করে যে, সে তাহার সহিত সহানুভূতি করিতেছে। এই কথা ধীরে ধীরে বন্ধুগণের মণ্ডলি ছড়াইয়া শত্রুগণের দিকে যায়। তাহাদিগকে বলা হয় যে, অমুক বড় বেইমান। দুষমন যখন খোজ পায় যে, তাহাদের আপসের মধ্যে বিবাদ আছে, তখন সে বুঝিয়া ফেলে যে, সে এখন কাহাকেও মারিলে অপরে তাহাকে বাঁচাইতে আসিবে না। এইভাবে সুযোগ পাইয়া সে তাহাদের উপর আক্রমন চালায়। সুতরাং যদিও যুক্তি এবং ভালবাসা নিজ নিজ স্থানে অত্যন্ত গুরুত্ব রাখে তবুও সর্ব্বাপেক্ষা বড় বস্তু হইল উহাদের মধ্যে সমতা রক্ষা করা।

রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, "তুমি ভালবাস কিন্তু এক সীমার মধ্যে থাক, কারণ তুমি আজ যাহাকে ভালবাসিতেছ কাল সে তোমার দুষমন হইয়া যাইতে পারে।" আবার তিনি বলিয়াছেন, "তুমি দুষমনি করিতে পার; কিন্তু এক সীমার মধ্যে থাক। কারণ খুব সম্ভবতঃ তুমি যাহার সহিত দুষমনি করিতেছ সে তোমার বন্ধু হইয়া যাইতে পারে।" স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ ভালবাসার সর্ব্বাপেক্ষা বড় নমুনা। লোকে ভালবাসার জন্য বিবাহ করে একে অন্যকে দুষমন ভাবিয়া বিবাহ করে না। বিবাহ উপলক্ষে লোকে মোবারকবাদ জানায়। কিন্তু বিবাহের পরে অনেক সময় তালাক দিতে অথবা খোলা লইতে হয়। তখন কোথায় যায় আনন্দ উৎসব ও ওলিমা (পাত্রের বাড়ীতে বিবাহ ভোজ)। অনেক সময় স্বামী স্ত্রীকে হত্যা করে এবং স্ত্রী স্বামীকে বিষ খাওয়াইয়া মারে। কিন্তু বিবাহ দিনে কি ইহার বিন্দু বিসর্গ নজরে আসে। পুত্র জন্মিলে মানুষ কত খুশী এবং উৎসব করে। তখন যে জানিতে পারে যে, সন্তান বড় হইয়া আনন্দের কারণ হইবে কি না। আবু জেহেল যখন জন্মগ্রহণ করে তখন কত আনন্দ উৎসব হইয়াছিল। যদি জন্মের সময় জানা যাইত যে, আবু জেহেল বড় হইয়া খোদা-তা'লার রসুল (সাঃ)-এর বিরুদ্ধাচরণ করিবে, তাহা হইলে তাহার পিতামাতা আনন্দ উৎসব না করিয়া তাহাকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিত। ফেরাউন যখন জন্মগ্রহণ করিয়াছিল তখন তাহার মাতাপিতা কত আনন্দ উৎসব করিয়াছিল। তখন কে জানিত যে, এই ছেলে বড় হইয়া হযরত মুসা (আঃ)-এর মোকাবেলা করিবে। তাহার পিতামাতা যদি তাহার জন্মের সময় জানিতে পারিত যে, সে বড় হইয়া আল্লাহ-তা'লার এক নবীর মোকাবেলা করিবে,

তাহা হইলে গলা টিপিয়া তাহারা তাহাকে মারিয়া ফেলিত। এইরূপে নমরুদ এবং সাদ্দাদের জন্মের সময় কেহ জানিত না যে, তাহারা বড় হইয়া কি হইবে। সেই জন্য রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে, সীমার মধ্যে থাকিয়া কাহারও সহিত বন্ধুত্ব কর। এই বন্ধুত্বের জন্য যদি তোমায় খোদা তা'লাকে ছাড়িয়া দিতে হয়, তাহা হইলে এইরূপ বন্ধুত্বের কি প্রয়োজন? তিনি তেমনি ইহাও জানাইয়াছেন যে কাহারও সহিত দুষমনি করিতে হইলে সীমার মধ্যে থাকিয়া এবং যুক্তিসঙ্গতভাবে দুষমনি কর। কারণ তোমার দুষমনি চরম সীমায় পৌছিয়া যাওয়ার পরও এমন হইতে পারে যে, সেই ব্যক্তি কোন দিন তোমার বন্ধু হইয়া যাইবে। যদি সর্ব্বত্র তুমি তাহার বিরুদ্ধে প্রোপাগাণ্ডা করিয়া বেড়াও তাহা হইলে প্রয়োজনের সময় সে তোমার কোন সাহায্য করিতে পারিবে না এবং তাহার সাহায্য তোমার কোন কাজে লাগিবে না। কারণ তাহার বিরুদ্ধে প্রোপাগাণ্ডা করিয়া তুমি তাহার ওজন কমাইয়া দিয়াছ। ইহা ছাড়া খোদা-তা'লার গজব ত পৃথক আছেই। কারণ তাহার বিরুদ্ধে তুমি চরম দুষমনি করিয়াছ। সুতরাং তোমরা সর্বদা নিজ কাজের মধ্যে ভালবাসা ও যুক্তির সমতা রক্ষা করিয়া চলিও। যদি যুক্তির দিক দিয়া সীমা ছড়াইয়া যাও তাহা হইলে কুধারণায় পড়িবে এবং ভালবাসার যদি চরমে পৌছিয়া যাও তাহা হইলে তুমি মুর্খ বনিয়া যাইবে এবং এই দুই অবস্থাই খারাপ।

অনুবাদক—মৌলবী মোহাম্মাদ

★

২০শে ফেব্রুয়ারী

বেগম কানেতা আহ্‌মদ

২ শে ফেব্রুয়ারী আহ্‌মদীয়াতের ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। ইস্‌লামের ইতিহাসেও এই দিনটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

হযরত রসুলে মকবুল (সাঃ) আজ হইতে প্রায় ১৪০০ বৎসর পূর্ব্বে ঘোষণা করিয়াছিলেন, —"শেষ যুগে মসীহ্-মাহ্‌দী আগমন করিবেন"; "তিনি বিবাহ করিবেন ও সন্তান লাভ করিবেন।" সন্তান লাভ করা একটা সাধারণ ব্যাপার। তবে হাদিসে ভবিষ্যদ্বানী রূপে এর উল্লেখ এই ইঙ্গীতই বহন করে যে, মাহদী আলাইহেস্ সালামের সন্তান অসাধারণ আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী হইবেন। হাদিসে বর্ণিত মাহ্‌দী-সন্তানের অন্যতম হইলেন, আহমদীয়া জামাতের বর্ত্তমান খলিফা পরম ভক্তিভাজন হযরত মীর্যা বশীরুদ্দিন মাহমুদ আহমদ (আইঃ)।

প্রতিশ্রুত ইমাম ও মসীহ্ হযরত মীর্যা

গোলাম আহ্‌মদ (আঃ) ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে এল্‌হামের মাধ্যমে তাঁহার এই গুণধর পুত্রের আগমনের সুসংবাদ প্রাপ্ত হন। ২০শে ফেব্রুয়ারী সেই প্রতিশ্রুত পুত্রের বিভিন্ন গুণাবলী বর্ণনা করিয়া এক বিশেষ ইশ্‌তেহার সবুজ কাগজে প্রকাশ করেন। তিনি জগদ্বাসীকে জানাইয়া দেন যে, ১৮৮৬ সন হইতে ৯ বৎসরের মধ্যে সেই পুত্রের জন্ম হইবে। ৯ বৎসরের মেয়াদ নির্দ্ধারণ একটা অসাধারণ ব্যাপার। কেননা এই ৯ বৎসর মেয়াদ নির্দ্ধারণ দ্বারা তিনি নিজের ও বিবির জীবিত থাকার ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন। এল্‌হাম-প্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া কারো পক্ষে এত বড় কথা বলা অসম্ভব। এ ৯ বৎসর নিজেরা হয়ত বাঁচিলেন, কিন্তু সন্তানাদি নাও হইতে পারে। সন্তান না হয় হইল, পুত্র সন্তান নাও হইতে পারে। পুত্র না হয় হইল, কিন্তু সেই পুত্র এতগুলি গুণের অধিকারী নাও হইতে পারেন। অতএব এতগুলি সংশয় ভেদ করিয়া যদি সেই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়, তাহা হইলে ইহা যে, ইস্‌লামের জন্য সুদূর প্রসারী গৌরবের কারণ তাহার বলার অপেক্ষা রাখেনা। বস্তুতঃ ১৮৮৯ সালের ১২ই জানুয়ারী সেই পুত্রের জন্ম হইয়াছিল। তিনিই আমাদের বর্তমান খলীফা হযরত মির্যা বশীরুদ্দিন মাহমুদ আহমদ (আইঃ)। ধন্য রসুল হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) ধন্য তোমার হাদীস্‌। ধন্য মসীহ্‌-মাহ্‌দী, (আঃ) ধন্য তোমার এল্‌হাম। ধন্য মহ্‌দী-পুত্র মাহমুদ, (আইঃ) যিনি প্রতিশ্রুত সংস্কারক বা মোসলেহ মাওউদ। এল্‌হামের বর্ণনা অনুযায়ী তাঁহার প্রধান প্রধান গুণাবলী আমি সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

১। "সেই প্রতিশ্রুতি পুত্র দীর্ঘ জীবন লাভ করিবেন।" আপনারা সকলেই জানেন, শত্রু পরিবেষ্টিত থাকা সত্ত্বেও, এমনকি আততায়ীর গুরুতর আঘাত সত্ত্বেও তিনি ৭৪ বৎসর অতিক্রম করিয়াছেন। (আল্লাহ্‌ তাঁহাকে কর্ম্মক্ষম দীর্ঘজীবন দান করুণ।

২। তাঁহার দ্বারা আল্লাহ্‌র দ্বিতীয় প্রকারের রহমত পূর্ণ হইবে। প্রথম প্রকারের রহমত হইল নবুয়ত, আর দ্বিতীয় প্রকারের রহমত দ্বারা ইমামত, খেলাফত ও বেলায়েত ইত্যাদি বুঝায়। তিনি একাধারে ইমাম, খলিফা ও ওলি-উল্লাহ্‌র স্থান পূরণ করিতেছেন।

৩। "তিনি দৃঢ়পণ ও অসীম উৎসাহী বা উলুল আজম হইবেন।" ব্যক্তিগত ও খেলাফত জীবনে তাঁহার মত দৃঢ়চিত্ত ও উৎসাহী ব্যক্তিকে একমাত্র হযরত ওমরের সহিত তুলনা করা যায়। তাই এল্‌হামে তাঁহার জন্মের পূর্বেই তাঁহাকে ফজ্‌লে ওমর নাম দেওয়া হইয়াছিল। ইস্‌লামের প্রথম যুগের দ্বিতীয় খলিফা ও শেষ যুগের দ্বিতীয় খলিফায় কি আশ্চর্য্য মিল!

৪। "তিনি গুণ-গরিমায় পিতার মত হইবেন।" সকল দিক হইতেই, বিশেষতর খোদাতা'লার প্রেম ও আকর্ষণের দিক হইতে তিনি তাঁহার পিতার প্রতিচ্ছবি।

৫। "তিনি অতীব মর্যাদাশীল, প্রতাপশালী ও ধনী হইবেন।" এই গুণগুলি তাঁহার জীবনের চির সহচর আছে।

৬। "জাতি সমূহ তাঁহার নিকট হইতে বরকত লাভ করিবে;" "তাঁহার অস্তিত্ব বন্দীগণের

মুক্তির সহায়ক হইবে।" "তিনি বিশ্বের কোণে কোণে খ্যাতি লাভ করিবেন।" ধর্মের দিক হইতে, তাঁহার চেষ্টার ফলে বহু জাতির লোক খোদার সন্ধান পাইয়াছে, পৃথিবীর কোণে কোণে মোবাল্লেগগণ তাঁহার ইসলাম প্রচারের পরিকল্পনাকে সার্থক করিতেছেন। তাহার নেতৃত্বে ইসলামের জয়যাত্রা শুরু হইয়াছে। আর পার্থিব দিক হইতে তাঁহার জীবদ্দশায় বহু জাতি পরাধীনতার বন্দী-শিবির হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে।

৭। "তিনি আধ্যাত্মিক ও জাগতিক, জাহেরী ও বাতেনী বহু জ্ঞানের অধিকারী হইবেন।" আমাদের প্রিয় খলিফা যে জ্ঞানের সাগর তা ওলামারা জানেন। তিনি কোরআন শরীফের যে তফসির করিয়াছেন তাহা ঐশি জ্ঞানের ভাণ্ডার স্বরূপ। তাহার লিখায় ও বক্তৃতায় আধ্যাত্মিক ও জাগতিক উভয় জ্ঞানের ফুয়ারা বহিয়া চলে।

৮। "তিনি মেধা ও বুদ্ধির অধিকারী হইবেন, জহীন ও ফহীম হইবেন।" পৃথিবী ব্যাপী ইস্‌লাম প্রচারের পরিকল্পনা তৈরী করা এবং তাহা কার্য্যকরী করা আর জামাতকে বিরোধী দলের কবল হইতে রক্ষা করা ইত্যাদি কাজ তাঁহার অপরিসীম বুদ্ধি ও মস্তিষ্কের পরিচয় বহন করে।

৯। "তিনি মজহারুল আওয়াল ও আখের হইবেন" অর্থাৎ তাঁহার সময়ে তাঁহারি মাধ্যমে খোদা-তা'লার প্রকাশ লাভ ঘটিবে।

আমাদের এই বিশিষ্ট খলিফার জীবন সর্বদা আল্লার নির্দ্দিষ্ট কাজে নিয়োজিত আছে, তাঁহার সব কাজে খোদার ইচ্ছা সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পায়। কেননা খোদার সহিত তাঁহার সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন ভাবে বিরাজমান। তাই তাঁহার বহু ভবিষ্যদ্বানী পূর্ণ হইয়াছে ও হইতেছে এবং ভবিষ্যতে হইবে।

১০। "খোদার ছায়া তাঁহার উপর থাকিবে।" খোদার ছায়া তাঁহার মাথার উপর না থাকিলে শত্রুগণ জ্বলন্ত সূর্য্যের প্রচণ্ড আঘাতে তাঁহাকে ও তাঁহার জামাতকে মুহূর্ত্তেই নিশ্চিহ্ন করিয়া দিত। পাঞ্জাবের দাঙ্গা ও অপরাপর ঘটনা তারই সাক্ষ্য।

আরও বহু গুণাবলীর উল্লেখ মাহদী পুত্র সংক্রান্ত ভবিষ্যৎদ্বানীতে রহিয়াছে, যাহা আমাদের এই প্রিয় খলিফা মোস্‌লেহ্ মাওউদের জীবনে সফলভাবে রূপায়িত হইয়াছে।

সর্বশেষে দোওয়া করি, হে আল্লাহ্! তোমার ছায়া মোস্‌লেহ্ মাওউদের উপর এবং তাঁহার মারফত আমাদের উপর চিরদিন কায়েম থাকুক।

আমীন

★

শহীদী গজল

মোহাম্মাদ সলিমুল্লাহ্

যুগে যুগে যারা আল্লার রাহে
করিল জীবন দান
আকাশে বাতাসে মুখরিত হল
তাহাদের জয় গান।
বিংশ শতের তেষট্টি আজি
তেছরা নভেম্বর,
সাত চল্লিশা সালানা জলসা
ব্রাহ্মণবাড়ীয়া পর,
সন্ধ্যার পরে, বক্তৃতা করে,
আহ্‌মদ তৌফিক ;
"ইমাম মাহ্‌দী আসিয়াছে ভবে,
দলীল প্রমানে ঠিক।"
হেন কালে হায় জাহিল লোকেরা
সভাতে পাথর ছুড়ে,
ইট্ পাট্‌কেল লাঠি সোটা ঢেল্
মারে তারা জোরে জোরে।
ভাঙ্গা ইটের কঠিন আঘাতে,
কারো ফেটে যায় শীর,
কারো হাতে পায়, কারো বুকে গায়,
সকলেই অস্থির।
মাহ্‌দীর দল, রাঙ্গা আবীর
মাখা মাখি করে গায়,
জান্নাত হতে ডাকে ঘন ঘন
শহীদেরা "আয় আয়"।
স্বরগ ধামের শহীদী পিয়ালা,
আকণ্ঠ করি পান,
"উছমান গণি—আবদুর রহিম"
হয়ে গেল কোরবান।
তাজা খুন, লালে রঞ্জিত আজি
শহীদের শির কাঁধ,
লহ লহ ওগো যুগল শহীদ
লহ 'মোবারকবাদ'।

* * *

লক্ষ তারকা লজ্জিত হল
নভঃ মণ্ডলে হায়,
তাড়াতাড়ি তারা, মেঘের আড়ালে
লুকাইল আপনায়।
উত্তরাকাশে, হেমন্ত রাতে
বৈশাখী সাজ সেজে,
ছুটিল তুফান, দাগিল কামান্
ভীষণ গরজ তেজে।
বৃক্ষলতাদী লুটায় ভূমিতে,
শহীদের খুন হেরি,
কেয়ামত বুঝি হইবে এখন,
নাহি আর বেশী দেরি।
কম্পিত হল, অন্তর ভূমি,
জালিম যাহারা ছিল,
দ্রুত পদে গিয়ে ঘরের ভিতরে
কষে খিল তারা দিল।
পুলিশ পাহারা, রাস্তায় খাড়া,
হইল ততক্ষণে ;
রক্ত-হুলির, হল অবসান,
জানিল মুমেন গণে।

বুকের রুধিতে, করিয়া গোসল,
শহীদী শরাব পিয়ে,
মাতাল কেহবা, অর্দ্ধ মাতাল,
চলে রাজ পথ দিয়ে।

দেখিতে দেখিতে ভরিয়া উঠিল
স্থানীয় হাসপাতাল,
যা ছিল বিছানা, রুগীতে আটেনা
হয়ে গেল বে সামাল।

★

যীশুর প্রায়শ্চিত্ত

আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী

ওয়াত্তাকু ইয়াওমাল লা তাজজি নাফছুন আন নাফ্‌ছিন শাইয়াও ওলা ইউকবালু মিনহা আদলুউ ওলা তানফাউহাশাফাআতু।—(বাকারা, ১২৪ আয়াত)।

অর্থ :—"ভয় কর সেই বিচার দিবসকে, যখন কোন ব্যক্তিই অন্য কোন ব্যক্তির কাজে লাগিবে না, আর না কাহারও পক্ষ হইতে কোন প্রতিদান গ্রহণ করা হইবে; না সুপারিশ গ্রহণীয় হইবে।"

প্রায়শ্চিত্তবাদ খ্রীষ্টানদিগের একটি প্রধান বিশ্বাস। খ্রীষ্টানগণ বলেন, 'শয়তানের প্রলোভনে আদি মানব আদম নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাইয়া যে পাপ করিয়াছিলেন সেইজন্য আদম-সন্তান প্রত্যেকটি মানুষই জন্মগত অধিকারে পাপী। ব্যক্তিগত সৎ কর্মদ্বারা মানব এই পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে না। কেননা, ইহা ঈশ্বরের ন্যায় বিচার বা 'ইনছাফের' বিরোধী। তবে, যেহেতু ঈশ্বর মানুষকে প্রেম করেন সেইজন্য তিনি 'পুত্রযীশুকে' পাঠাইয়াছিলেন মানব জাতির পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য। যীশু সকলের পাপ বহন করিয়া ক্রুশে মরিলেন; অতএব, যাহারা যীশুর ক্রুশীয় মৃত্যুতে বিশ্বাস করিবে তাহাদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সমস্ত পাপ মোচন হইয়া যাইবে'। বিশ্বাসটি বাস্তবিকই অদ্ভুত! কেননা, মনে করুণ, মিঃ টম লাড্ডু খাইলেন, আর সেইজন্য তাঁহার সমস্ত ছেলে মেয়ে আর নাতি-নাতনীর পেটে অসুখ হইল, অবশেষে প্রতিবেশী মিঃ জেক্‌ ডাক্তার খানায় গিয়া ঔষধ খাইলেন, ফলে মিঃ টমের সকল ছেলে-মেয়ে এবং নাতি-নাতনীর অসুখ ভাল হইয়া গেল। ইহা সুস্থ বুদ্ধি সম্পন্ন কোন মানুষই বিশ্বাস করিতে পারেন না। যাহা হউক এখন আমরা বাইবেল আলোচনা করিয়া দেখিব—এই যুক্তির কোন সমর্থন তাহাতে পাওয়া যায় কিনা।

আদমের ফল-খাওয়ার অপরাধে সকল মানুষই যে, পাপী হইয়া জন্ম গ্রহণ করে তাহা বাইবেল সমর্থন করে না। আদমের পরে অসংখ্য সৎ এবং ধার্মিক ব্যক্তি এই পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। সেই সকল মহা-মানবদের মধ্যে

কয়েকজনের বিষয় বাইবেল হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল।

১। ইনোক ঈশ্বরের কৃপালাভ করিয়াছিলেন। —আদি, (৫ : ২২—২৪)।

২। নোহ ধার্মিক ও সিদ্ধ লোক ছিলেন। —(আদি, ৬ : ৯)।

৩। ইয়োব সিদ্ধ, সরল ও সৎ ব্যক্তি ছিলেন। —(ইয়োব, ১ : ১)।

৪। মল্কীষেদক ঈশ্বরপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছিলেন। —(ইব্রীয়, ৬ : ২০ ; ৭ : ১)

৫। সখরিয় ও তাহার স্ত্রী ইলীশাবেৎ উভয়ই ঈশ্বরের নিকট ধার্মিক ও নির্দোষ ছিলেন। —(লূক, ১ : ৬)।

৬। (ক) যোহন পবিত্র আত্মায় পূর্ণ ও ঈশ্বরের নিকট মহান ছিলেন। —(লূক, ১ : ১৫)

(খ) স্ত্রীলোকের গর্ভজাত সকলের মধ্যে যোহন হইতে মহান কেহ নাই। —(মথি, ১১ : ১১)।

সুতরাং ইহা দেখা যাইতেছে যে যোহন যীশু হইতেও মহান ছিলেন, কেননা, যীশুও স্ত্রীলোকের গর্ভজাত ছিলেন।

৭। হিষ্কিয় সত্য ছিলেন ও ঈশ্বর লাভ করিয়াছিলেন। —(২ রাজাবলি, ২০ : ২—৬)

৮। আব্রাহাম ধার্মিক ও ঈশ্বরের বন্ধু ছিলেন। —(যাকোব, ২ : ২৩)।

৯। আদমের ন্যায় অনেকেই পাপ করে নাই। —(রোমীয়, ৫ : ১৪)।

ইহা ছাড়া নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়ার দরুন ঈশ্বর সকল মানুষকে পাপী সাব্যস্ত করিলেন ইহা আদি পুস্তকের কোথায়ও উল্লেখ নাই। এই অপরাধের জন্য যে সাস্তি সদা প্রভু নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন তাহা এই :—

নারীর জন্য :—গর্ভ বেদনা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া সন্তান প্রসব করিবে ; স্বামীর প্রতি বাসনা থাকিবে ; স্বামী কর্তৃত্ব করিবে ইত্যাদি।

নরের জন্য :—ভূমি অভিশপ্ত হইল ; ক্লেশে উহা ভোগ করিতে হইবে ; ভূমিতে কণ্টক ও শেয়ালকাঁটা জন্মিবে ; ক্ষেতের ওষধি ভোজন করিতে হইবে ; ঘর্মাক্তমুখে আহার করিতে হইবে ; যে পর্য্যন্ত না মৃত্তিকায় প্রতিগমণ হয়, অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্ব পর্য্যন্ত।—(আদি পুস্তক দ্রষ্টব্য)।

যীশুর প্রায়শ্চিত্তের ফলেও খ্রীষ্টানগণ এই অভিশাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন নাই।

পাপ করিবে এক ব্যক্তি আর ইহার জন্য শাস্তি ভোগ করিবে অন্য একজন, ইহা আল্লা-তা'লার ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিরোধী, ইহা বাইবেলই বলিতেছে ; যেমন সদা প্রভু বলেন, "পিতৃ পুরুষেরা অম্লদ্রাক্ষাফল খায়, তাই সন্তানদের দাঁত টকিয়া যায়. এই যে প্রবাদ তোমরা ইস্রায়েল দেশের বিষয়ে বল, ইহাতে তোমাদের অভিপ্রায় কি ? প্রভু সদাপ্রভু কহেন, 'আমার জীবনের দিব্য ইস্রায়েলের মধ্যে তোমাদের এই প্রবাদের ব্যবহার আর করিতে হইবে না। দেখ সমস্ত প্রাণ আমার ; যেমন পিতার প্রাণ ; তদ্রূপ সন্তানের প্রাণও আমার ; যে প্রাণী পাপ করিবে সেই মরিবে।"—(যিহিষ্কেল, ১৮:১—৪)। অন্যত্র সদাপ্রভু বলেন,—

"পিতার অপরাধ পুত্র বহন করিবে না, ও পুত্রের অপরাধ পিতা বহন করিবে না ;

ধার্ম্মিকের ধার্ম্মিকতা তাহার উপরে বর্ত্তিবে ও দুষ্টের দুষ্টতা তাহার উপরে বর্ত্তিবে।"—(যিহিষ্কেল, ১৮:২০)। প্রত্যেক ব্যক্তিই আপন আপন কার্য্যানুসারে বিচারিত হইবে। দেখুন, প্রকাশিত বাক্য, ২০:১২। ঈশ্বর নিজ ইচ্ছানুযায়ী যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করিতে পারেন এবং ইচ্ছানুযায়ী পুরস্কার দান করিতে পারেন। ইহা তাঁহার ন্যায় বিচারের বিরোধী নহে। দেখুন, মথি, ৫:৪৩ ৪৮ ও ২০:১—১৬; যোহন, ৯:১—৪। উপরে বর্ণিত বাইবেলের স্পষ্ট উক্তিগুলি প্রায়শ্চিত্তবাদের ভ্রান্ত বিশ্বাসকে খণ্ডন করিয়া দিয়াছে। অতএব, যীশুর ক্রুশীয় মৃত্যুর উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া কেহই পাপমুক্ত হইতে পারিবে না। কেননা শাস্ত্রে আছে, 'কর্মবিহীন বিশ্বাস মৃত।'

—(যাকোব, ২:১৪ ২৬)।

শহীদ স্মরণে

শহীদুর রহমান

আজ হইতে প্রায় ৩৫ বৎসর পূর্বে ঢাকা জিলার অন্তর্গত মানিকগঞ্জ মহকুমার ধূল্লা গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে শহীদ উসমান গণি জন্ম গ্রহণ করেন। তখন কে জানিত এই ছেলেই একদিন বাংলার আহমদীয়তের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিবেন। আমরা আজ সংক্ষেপে তাঁহার জীবনী আলোচনা করিব।

যদিও ধূল্লা শহর হইতে দূরে অবস্থিত গণ্ড গ্রাম তবুও শহীদ ওসমান গনির পরিবার সেই এলাকায় শিক্ষা দীক্ষায় বেশ অগ্রসর ছিল। তাঁহার পরিবার ধর্ম্মীয় আদর্শে নিজেদের জীবন পরিচালিত করিতেন বলিয়া ঐ অঞ্চলে সকলেই তাহাদেরকে সম্মানের চক্ষে দেখিতেন।

আল্লাহ্-তা'লা যাহার দ্বারা পরবর্ত্তী যুগে বড় কাজ লইবেন, পূর্ব হইতেই তাঁহাকে-ইসলামিক পরিবেশে ও আদর্শের ভিতর দিয়া গড়িয়া তুলেন। প্রবাদ বাক্য আছে যে, **Morning shows the day** অর্থাৎ "সকাল বেলা দেখলেই বুঝা যায় সারাদিন কেমন কাটবে।" গনি সাহেবের জীবনেও এই বাক্য হুবহু পুরা হইতে দেখিতে পাই। ছোট বেলা হইতেই ধর্ম্মের প্রতি তাঁর গভীর টান ও শ্রদ্ধা পরিলক্ষিত হয়। যেখানেই কোন ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠান হইত, তাহা যত দূরেই হউক না কেন, গণি সাহেবকে সেখানে দেখা যাইতই। তাঁহার চরিত্রের আর একটা দিক হইল ছোট বেলা হইতেই তিনি পর দুঃখ কাতর ছিলেন। যখনই কোন লোকের বিপদাপদ দেখিতেন তখনই তিনি তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য আগাইয়া আসিতেন। লোকের বিপদাপদে, শোকে দুঃখে

তিনি স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া উহা লাঘব করিবার চেষ্টা করিতেন।

যতটুকু জানা যায়, প্রথম জীবনে তিনি মাদ্রাসায় ও তাহার পর স্থানীয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেন। এই সময়েই সমাজে প্রচলিত অনৈছলামিক রীতিনীতির বিরুদ্ধে তাঁহার মন বিদ্রোহ করে এবং পরবর্ত্তী সময়ে ইহাই তাঁহাকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার দিকে অনুপ্রাণিত করে। তাঁহার সন্ধানী মন সত্যের অন্বেষনে এদিক ওদিক ঘুরাঘুরি করিতে থাকে। ঠিক এমনি সময়ে আহ্‌মদীয়তের পয়গাম বা প্রকৃত ইছলামের শিক্ষা তাঁহার নিকট পৌঁছে পূর্ব-পাকিস্তানের এক বিশিষ্ট ও মুখলেছ আহ্‌মদী মরহুম মৌলবী আসাদউদ্দীন সাহেবের মারফত। উসমান গনি সাহেব ১৯৫১ ইছাব্দের নভেম্বর মাসে বয়াত গ্রহণ করিয়া পবিত্র সিলসিলায় দাখিল হন।

আহ্‌মদীয়ত গ্রহণ করিবার পর হইতেই গনি সাহেবের উপর দিয়া মোখালেফাতের প্রবল ঝড় বহিতে থাকে। কিন্তু ইসলামের এই ত্যাগী বীর পুরুষ সমস্ত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। এই সমস্ত বাধা বিপত্তি যতই প্রবল হইতে থাকে, তাঁহার উৎসাহ যেন ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। শেষ পর্যন্ত গ্রামবাসীর অত্যাচারে ও উৎপীড়নে জর্জ্জরিত হইয়া তিনি শহরে আগমন করেন। কিন্তু ইসলামের প্রতি তাঁহার আন্তরিক দরদ ও হযরত রসুলে করীম (দঃ)-এর প্রতি মহব্বত শত্রুদের মনেও গভীর দাগ কাটে এবং প্রবল বিরোধীতা সত্ত্বেও তাহাদের মনে গভীর শ্রদ্ধার উদ্রেক করে।

গনি সাহেব দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া ১৯৫২ ইছাব্দে সামরিক বিভাগে যোগদান করেন এবং পশ্চিম পাকিস্তানে গমন করেন। পশ্চিম পাকিস্তানে থাকা কালীন তিনি বিভিন্ন জামাতের সংশ্রবে আসিবার সুযোগ লাভ করেন। এই সময়ে তিনি বেশ কয়েকবার আহ্‌মদীয়া জামাতের কেন্দ্র রাবওয়া পরিদর্শন করেন এবং আহ্‌মদীয়াতের আদর্শে পুরাপুরি ভাবে নিজের জীবনকে গঠন করিতে থাকেন। আমরা পরে তাঁহার রাবওয়া থাকাকালীন একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করিব।

জামাতের প্রতি তাঁহার কতখানি মহব্বত ছিল এখানে আমরা সংক্ষেপে কয়েকটি ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করিব। এই সমস্ত ঘটনা হইতে বুঝা যাইবে যে, ধর্মকে কি করিয়া তিনি সমুদয় পার্থিব বস্তু হইতে উপরে স্থান দিয়াছিলেন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, গণি সাহেব ছোট কাল হইতেই পরদুঃখকাতর ছিলেন। একবার ময়মনসিংহের একজন দরিদ্র অথচ মেধাবী ছাত্র আই. এস. সি. পরীক্ষার ফিসের যোগাড় করিতে না পারায় সাহায্যের জন্য ঢাকায় আগমন করেন। এক সপ্তাহের মধ্যে তাহার ফিসের যোগাড় না হইলে ফাইনাল পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ হইতে তাহাকে বঞ্চিত হইতে হইবে। বিভিন্ন জায়গায় সাহায্যের জন্য হাত পাতিয়াও যখন তাহার ফিসের কোন কুল কিনারা করিতে পারিলেন না তখন গণি সাহেবের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হয়। ছেলেটির অবস্থা দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে

করুণার উদ্রেক হয় এবং তৎক্ষণাৎ টাকার বন্দোবস্ত করিবার জন্য বাহির হইয়া পড়েন। আমার নিজের ব্যক্তিগত ভাবে জানা ছিল, তাঁহার নিজের খাওয়া খরচের জন্য যাহা ছিল তাহাই প্রথম ছেলেটির জন্য উপস্থিত করিলেন এবং বাকী টাকা অন্যান্যদের নিকট হইতে কর্জ হিসাবে গ্রহণ করিলেন। এইভাবে একটি ছেলের ভবিষ্যত তথা সমাজের একটি উদীয়মান যুবকের ভবিষ্যতকে অনিশ্চয়তার হাত হইতে রক্ষা করেন।

আর একটি ঘটনা, তখন গণি সাহেব ঢাকাস্থ দারুত তবলীগে (৪ নং বক্সি বাজার রোড, ঢাকা) অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার নিজের চলার মত কোন সংস্থান ছিল না। এমনি সময়ে একদিন বিপদে পড়িয়া একটি ছেলে আসিয়া এখানে উপস্থিত হয়। তখন তিনি নিজের যাহা কিছু ছিল তাহা দিয়া তাহার অন্য কোন বন্দোবস্ত না হওয়া পর্যন্ত ভরণ পোষণ চালাইতে লাগিলেন।

একবার খড়মপুরে (ব্রাহ্মণবাড়ীয়া হইতে ১০ মাইলের ব্যবধানে অবস্থিত) সপ্তাহ ব্যাপী উরুস উপলক্ষে তবলীগে খাসের আহ্বান আসিল। গনি সাহেব তখন নিজের জীবিকা অর্জনের কোন পথ ধরিতে ব্যস্ত। কিন্তু তবলীগের নাম শুনিলেই তিনি পাগল হইয়া যাইতেন এবং সর্বাগ্রে তবলীগে খাসের মুজাহদ হিসাবে নাম লিখাইলেন। তিনি নিজের চিন্তা ছাড়িয়া দিয়া আহ্মদীয়াতের পয়গাম তথা খাঁটী ইসলামের বাণী প্রচার করিতে খড়মপুরে গমণ করেন এবং সপ্তাহকাল ব্যাপী তথায় তবলীগের কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করেন।

আর একবার আমাদের নূতন জামাত খুলনা হইতে মুবাল্লিগের জন্য আহ্বান আসিল। কিন্তু উপস্থিত কোন মুবাল্লিগ না থাকায় জামাত সেই দাবী মিটাইতে অসমর্থ হয়। উসমান গণি সাহেবের তখনও স্থায়ী কোন কাজের সংস্থান হয় নাই। কিন্তু যে কাজ তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় সেখানে বাধা দিয়া রাখে কে? অত্যন্ত চুপে চুপে তিনি খুলনায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। অথচ ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয় যে, যাহার নিজের চলিবার মত কোন সামর্থ নাই; যাহার আগামী দিন কি করিয়া চলিবে তাহার জন্য অন্যান্য সকলে চিন্তিত; কিন্তু সেই ব্যক্তি প্রদেশের এক কোণে অবস্থিত খুলনার সুন্দরবন এলাকায় ইছলাম প্রচারের জেহাদে যাওয়ার জন্য বদ্ধ পরিকর। তিনি কাহারও নিকট হইতে কোন সাহায্য না লইয়া নিজের খরচেই সেখানে যাওয়ার মনস্থ করিয়াছিলেন। আল্লাহ্-তা'লা তাঁহার এই ঐকান্তিক ইচ্ছা পূর্ণও করিয়াছিলেন এবং যাওয়ার খরচও যোগাড় হইয়াছিল তিনি তখন খুলনায় রওয়ানা হন এবং পক্ষাধিক কাল সেখানে তবলীগের কার্যে অতিবাহিত করিয়া ঢাকায় ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার ইসলাম প্রচারের এই নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টার ফল স্বরূপ আজ আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, খোদার ফজলে সেই এলাকায় জামাত দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে এবং এমন কোন সপ্তাহ বা মাস বাদ যায় না যে, সেখানে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) এর ঝাণ্ডাকে বুলন্দ করার কার্যে লোকেরা আগাইয়া আসিতেছে না। আরও আশ্চর্য্য ব্যাপার এই

যে, খুলনার জামাতের জন্য যাহার এত বড় বিরাট দান তিনি কখন ও নিজের মুখে এইকথা প্রকাশ করেন নাই।

সামরিক কার্যে থাকিয়া তিনি পুরাপুরি জামাতের কার্যে আত্মনিয়োগ করিতে পারিতেন না বলিয়া তাঁহার অন্তরে ক্ষোভের অন্ত ছিল না। ইহার পর সরকার যখন তাঁহাকে রিজার্ভ রাখিয়া ছুটি দিলেন তখন তিনি একান্তভাবে জমাতের কার্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। কিন্তু এই জন্য তিনি কখনও জামাতের কাজে বা অন্য কাহারও নিকট সাহায্যের জন্য হাত বাড়ান নাই। আল্লার জামাতের খেদমতে নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন বলিয়া দীন দুনিয়ার মালিক তাঁহার ভরণ পোষণের ভার নিজ হাতেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাড়ীতে বিরাট সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও সেখান হইতে কোন সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। তখন তিনি ঢাকা মজলিশে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার তবলীগ সেক্রেটারী ও পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মুখপত্র পাক্ষিক 'আহ্‌মদীর কার্য্যাধক্ষের দায়িত্ব পালন করিতেছিলেন। স্থানীয় এক কোম্পানীতে তাঁহার একটি চাকুরীও যোগাড় হইয়া গেল। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই নানা কারনে তিনি এই কার্যেও ইস্তেফা দেন এবং কোন কার্য উপলক্ষে বাড়ী চলিয়া যান। প্রতি মাসে দুই বার করিয়া নিজের খরচে তিনি ঢাকায় আসিতেন এবং জামাতের দায়িত্ব পালন করিতেন। তাঁহার বাড়ী যাওয়া আসাও খুব সহজসাধ্য ছিল না। এত অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও যখনই জামাতের কোন কাজের প্রয়োজন হইত, তিনি নিজের খরচে ঢাকায় আসিতেন এবং উক্ত কার্য সমাধা করিয়া বাড়ী চলিয়া যাইতেন।

গণি সাহেবের জামাতের জন্য বিশেষ করিয়া পূর্ব পাকিস্তানের জন্য এত দরদ ছিল যে, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ১৯৫৪ ইছাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকের কথা। তখন রাবওয়ার সালানা জলসা উপলক্ষে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গা হইতে সত্যান্বেসীদের এক বিরাট সমাবেশ হয়। খাকছারেরও সেই বৎসর জলসায় যোগদান করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। এই স্থানেই প্রথম গণি সাহেবের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। একজন বাঙালী আহ্‌মদী পাইয়া তিনি যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। রাবওয়ায় যে কয়দিন গণি সাহেবের সহব্বতে থাকার সুযোগ হইয়াছিল সেই অমর স্মৃতিগুলি আমার হৃদয়ে চির জাগরুক হইয়া থাকিবে। পূর্ব পাকিস্তানের জামাত সম্বন্ধে জানিবার আগ্রহ তাঁহার এত অধিক ছিল যে, তাহা আমাকে বিস্ময়াভিভূত করিয়াছিল। এমন সময় বাদ যায় নাই যখন তিনি জামাতের খবর নেন নাই। হযরত সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার সুযোগ যখন আসিল তখন তিনি খুশীতে ভরপুর যে, আমরা ৫জন বাঙালী (মরহুম মৌ: মুমতাজ আহ্‌মদ সাহেব, গণি সাহেব, সারগোদার পাকিস্তান বিমান বাহিনীর স্কুলে অধ্যয়ণরত ২ জন ছাত্র এবং খাকছারের) প্রিয় নেতার সহিত মোলাকাত করিতে যাইতেছি। হযরত সাহেবের নিকট বাংলার জামাতের উন্নতির জন্য দোয়ার আবেদনও বাংলার জামাতের প্রতি তাঁহার কতখানি আন্তরিক মহব্বত রহিয়াছে তাহার পরিচয় বহন করিতেছে। তারপর খাকছার যখন পূর্ব পাকিস্তানে বদলী হইয়া আসিয়াছিল তখন

গনি সাহেবও পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থান করিতে ছিলেন। এখানে আসার পর তিনি যে সাদর সম্ভাষণ জানাইয়াছিলেন তাহাও পূর্ব পাকিস্তানের জামাতের প্রতি গভীর ভালবাসারই পরিচায়ক। তাঁহার উৎসাহ ও উদ্দীপনা পূর্ণ কথাগুলি এখনও ভুলিতে পারিব না। তিনি বলিয়াছিলেন, "দেখুন আজ আমাদের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হ'ল বাংলার উন্নতি কি ভাবে করা যায় তাহা চিন্তা করা এবং সেই দৃষ্টি ভঙ্গী লইয়া জামাতের খেদমত করিয়া যাওয়া।"

গনি সাহেবের বিভিন্ন মুখী চরিত্রের আলোচনা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে করা সম্ভব নয়। তাঁহার চরিত্রের আর দুই একটা দিকে ইঙ্গিত করিয়াই এই প্রবন্ধের ইতি টানিব।

তিনি একদিকে যেমন আহ্‌মদীয়তের বীর মোজাহেদ ছিলেন অন্যদিকে তেমনি এক ত্যাগী যুবক ছিলেন। জামাতে যখনই কোন চাঁদার তাহ্‌রিক হইত তাহাতে তিনি অংশ গ্রহণ করিতেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, তাঁহার নিজের অবস্থা খুব স্বচ্ছল ছিল না, তথাপি সাহায্যের জন্য তিনি কখনও হাত পাতেন নাই ; বরং যখনই কোন দরিদ্রের বা আর্ত্তের সাহায্যের প্রয়োজন হইয়াছে তখন তিনি সর্বাগ্রে আগাইয়া আসিতেন। তিনি একজন মসিহ্ ছিলেন। জামাতের খেদমতে ও ইসলাম প্রচারে নিজের আয়ের ১/৩ উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

তিনি এক দিক দিয়া যেমন কোমল হৃদয়ের ছিলেন অন্যদিকে নীতির প্রশ্নে ছিলেন অত্যন্ত কঠোর। একবার তাঁহার কোন এক আত্মীয়ার বিবাহের ব্যাপারে তাঁহার মতামত চাওয়া হয়। আত্মীয় স্বজন সকলেই একমত, কিন্তু বর আহ্‌মদীয়তের বিরোধী হওয়ায় এ ব্যাপারে ত তিনি মত দেনই নাই বরং এ ব্যাপারে বহুদিন যাবত সকলের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিয়াছিলেন। ইহা হইতে আমরা তাঁহার চরিত্রের দৃঢ় মনোভাবের পরিচয় পাই।

জলসা বা যুবকদের যখনই কোন সম্মেলন হইত তখন তাঁহার উৎসাহের অন্ত থাকিত না। ১৯৬৩ সনের সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার বাৎসরিক জলসায় তাঁহার খেদমতের কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই বৎসর প্রথম সাহেবজাদা হযরত মীর্যা নাসের আহ্‌মদ সাহেব, সদর আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া পূর্ব পাকিস্তানে তশরীফ আনয়ন করেন। হযরত মীর্যা সাহেব যতদিন পর্যন্ত ঢাকায় অবস্থান করিয়াছিলেন ততদিন পর্যন্ত খোদ্দামের পক্ষ হইতে হযরত মীর্যা সাহেবের ব্যক্তিগত পাহারাদার হিসাবে তিনি কাজ করিয়াছিলেন এবং খুবই আন্তরিকতার সহিত এই দায়িত্ব পালন করিয়াছিলেন। হযরত মিঞা সাহেবের ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সফর কালীনও তিনি এই দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জামাতে কথা প্রসংঙ্গে হযরত মিঞা সাহেব উল্লেখ করিয়াছিলেন যে, যে জামাতে এখন পর্যন্ত শহীদ হয় নাই সেই জামাত কি করিয়া উন্নতি করিতে পারে। খোদা-তা'লার ইচ্ছা বুঝি তাহাই ছিল। এবং ইহার প্রায় ১ মাস পর গনি সাহেব এই ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার বুকে প্রথম শাহাদত বরণ করেন এবং বাংলার আহ্‌মদীয়া জামাতের পথিকৃত হন।

১৯৬৩ ইছাব্দের নভেম্বর মাসের ২।৩ তারিখে

পূর্ব-পাকিস্তান মজলিশে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার ২রা বাৎসরিক ইজতেমা এবং ৩।৪ তারিখে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার ৪৭তম বাৎসরিক জলসা উপলক্ষে তিনি সেখানে গমণ করেন। এইকথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, যখনই কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা সম্মেলন হইত, তখন শহীদ খুশীতে যেন ফাটিয়া পড়িতেন এবং নিজ হইতে আগাইয়া আসিয়া খেদমত পেশ করিতেন। এখানেও তাহার ব্যাতিক্রম ঘটে নাই এবং সম্মেলনের প্রায় ৪ দিন পূর্বেই বাড়ী হইতে ঢাকায় আসিয়া উপস্থিত হন। ৩১শে অক্টোবর তারিখে রিজউনেল কায়েদ মৌলবী আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী সাহেবের সহিত ইজতেমার মালপত্র লইয়া তিনি ঢাকা হইতে গ্রীণ এরো যোগে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া অভিমুখে রওয়ানা হন। তথায় দুইদিন ইজতেমার প্রাথমিক কার্যাদি সম্পন্ন করেন। ইজতেমা যাহাতে সর্বাঙ্গীন সুন্দর হয় সেইজন্য তাঁহার চেষ্টার অন্ত ছিল না এবং এই ব্যাপারে বাড়ী হইতে রওয়ানা হইবার প্রায় এক সপ্তাহ পূর্বে ইহাকে কি করিয়া সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে করা যায়, সে সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় উপদেশ দিয়া খাকছারের নিকট এক দীর্ঘ পত্র লিখেন।

নভেম্বরের ২।৩ তারিখে খোদার ফজলে খুবই শান শওকতের সহিত ইজতেমার কার্য সমাধা হয়। ৩রা নভেম্বর রবিবার বিকাল ৫ ঘটিকায় দীর্ঘ দোয়া দ্বারা ইজতেমার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। ইহার অব্যবহিত পরক্ষণেই শহীদের সহিত কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। কে জানিত এই দুনিয়ায় ইহাই তাঁহার সহিত শেষবারের মত আলাপ। মগরীব বাদ ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার জলসা শুরু হইবে এবং প্রোগ্রাম অনুযায়ী ৪ঠা তারিখ বৈকাল পর্যন্ত এই অধিবেশন চলিবে। জলসার পর ইজতেমার মালপত্র ঢাকায় লইয়া আসার দায়িত্ব তাঁহারই উপর অর্পন করা হইল। এই কাজ তিনি সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করিলেন এবং আমাকে বলিলেন যে, সোমবার পর্যন্ত তিনি তথায় অবস্থান করিবেন এবং এর মধ্যেই যেন তাঁহাকে 'মাল পত্র' ঠিক করিয়া দেওয়া হয় যাহাতে ঐদিনই রাত্রে ঢাকা ফিরিয়া আসিতে পারেন। শহাদের কথাই খোদার নিকট গ্রহনীয় হইয়াছিল। তাই দেখিতে পাই সোমবারের ভিতরই তাঁহার এই দুনিয়া হইতে চির বিদায়ের 'মাল পত্র' ঠিক করিয়া দেওয়া হয় এবং ঐদিন রাত্রেই ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার মাটিতে তিনি চির নিদ্রায় ঢাকা পড়েন।

মগরীব বাদে কোরআন তেলাওয়াত ও নজম পাঠের পর গোলাম ছমদানী খাদিম বি. এল. সাহেব উদ্বোধনী বক্তৃতা দেন। তাহারপর প্রোগ্রাম অনুযায়ী জনাব আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব হযরত মসিহ মাউদ আঃ-য়ের দাবীর সত্যতা সম্বন্ধে 'আসমানী নিদর্শন' বিষয়ে কোরআন হইতে দলিল প্রমাণ সহ বক্তৃতা আরম্ভ করিলে পর চতুর্দিক হইতে জলসায় নিরস্ত্র জনতার উপর শত্রুদের বর্বর আক্রমণ শুরু হয়। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ পূর্বেই বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশ হইয়াছে। তাই সংক্ষেপে শুধু ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করিয়াই বক্তব্য শেষ করিতে চাই। শত্রুরা চতুর্দিক হইতে শিলা-বৃষ্টির মত ইট পাটকেল ছুড়িতে থাকে এবং যতই সময় অতিবাহিত হইতে থাকে আক্রমণের প্রচণ্ডতাও ততই তীব্র হইতে

তীব্রতর হইতে থাকে। এদিকে জলসাগার ইলেকট্রিক কানেকশনও কাটিয়া দেওয়া হয়। প্রায় ৩।৪ হাজার উন্মত্ত জনতা লাঠি সোটা অন্যান্য ভয়ানক অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া প্রায় দুই ঘন্টা পর্যন্ত ৩০০।৪০০ নিরস্ত্র আহ্‌মদীদের উপর আক্রমণ চালাইতে থাকে। প্রত্যেক মুহূর্তে আহতদের সংখ্যা বাড়িয়া যাইতে লাগিল। এদিকে উসমান গণি সাহেব ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের ও মহিলাদিগকে রক্ষা করিতে যাইয়া শত্রুদের আঘাতে এক সময়ে ভূলুণ্ঠিত হইয়া পড়েন। রাত্রি প্রায় ৯½ ঘটিকায় অকস্মাৎ ব্রাহ্মণ-বাড়ীয়ার উপর দিয়া প্রবল বেগে এক ঘূর্ণিবাত্যা ঘন্টায় ৪০ হইতে ৮০ মাইল বেগে বহিয়া যায়। শত্রুগণ তাহার পূর্বে জলসা গ্রাউণ্ডের তাবু সামিয়ানা ইত্যাদিতে আগুণ জ্বালাইয়া দিয়াছিল এবং মূল্যবান জিনিসপত্র লূট করিয়াছিল। যখন ঝড় ও বৃষ্টি তীব্র আকার ধারণ করিল তখন আক্রমণকারীরা পলায়ন করিল। যখন গনি সাহেবকে ধরাধরি করিয়া আলোর নিকট আনা হইল তখন দেখা গেল যে, তাঁহার সমস্ত দেহ ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিয়াছে। তাঁহাকেও অন্যান্যদিগের সহিত স্থানীয় হাসপাতালে পাঠান হইল। সোমবার সকাল প্রায় ৮ ঘটকায় উসমান গনি সাহেব (রহঃ) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এবং বাঙ্গালীদের মধ্যে প্রথম শাহাদতের দরজা লাভ করেন। এইভাবে শহীদ ইসলাম ও আহ্‌মদীয়াতের ঝাণ্ডাকে বুলন্দ করিয়া তাঁহার কর্ম্ম জীবনের ইতি টানিয়া এক নূতন দুনিয়াতে গমন করিলেন। ঐ রাত্রেই প্রায় ১ ঘটিকায় কড়া পুলিশ প্রহরাধীনে শিমরাইলকান্দি কবরস্থানে শহীদকে দাফন করা হয়। এইখানেই বাংলার প্রথম জামাত সৃষ্টি হইয়াছিল আবার এই খানের মাটিই বাংলার প্রথম শহীদের রক্তে রঞ্জিত হইল। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া আবার নূতন করিয়া বিশ্বাসীদের হৃদয়ে পুণ্যভূমির স্থান লাভ করিল। সেই রাত্রেই তারুয়া নিবাসী দ্বিতীয় শহীদ আবদুর রহিম সাহেব (রহঃ)-ও ইন্তেকাল করিলেন এবং তাহাকেও শহীদ উসমান গনির পার্শ্বেই সমাহিত করা হয়। এইভাবে ব্রাহ্মণ-বাড়ীয়ার মাটি যুগল শহীদকে আপন বক্ষে টানিয়া লইল। ধন্য হে যুগল শহীদ, তোমাদেরকে জানাই শত মোবারকবাদ।

এই প্রসঙ্গে আর একটি ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি। শহীদ উসমান গনি সাহেব আহত হওয়ার পর যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন সেই গুলি এখানে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছিলেন, "এখন আমার মৃত্যুতে আর কোন আফসোস নাই; কারণ আমার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে।" জামাতের উদ্দেশ্যে তাঁহার শেষ বাণী হইল, "ভাইসব আমি ত মৌলার উদ্দেশ্যে চলিলাম; কিন্তু আমার শেষ অনুরোধ আপনারা জাগ্রত হউন এবং উঠুন; জামাতের খেদমতে নিজেদেরকে উৎসর্গ করুন যাহাতে ইসলাম ও আহ্‌দীয়াতের বিজয় নিকটবর্ত্তী হয়।" চিন্তা করুন শহীদ কত মহৎ প্রাণ ব্যক্তি ছিলেন - যাহার নিজের মৃত্যুতে কোন শোক নাই, নিজের ব্যক্তিগত বা আত্মীয় স্বজনের জন্য কোন কথা নাই; কিন্তু তার বাণী হইল জামাত সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া যুবকদের উদ্দেশ্যে।

আসুন ভাই সব, সেই মহৎ ব্যক্তির জন্য যিনি নিজের যথাসর্বস্ব দিয়া, এমন কি ইসলাম

ও আহ্‌মদীয়তের খেদমতে নিজের শেষ রক্ত-বিন্দু পর্যন্ত উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার আত্মার মঙ্গলার্থে আমরা সম্মিলিতভাবে মৌলার নিকট দোয়া করি—"হে প্রভু তুমি শহীদদ্বয়ের আত্মাকে বেহেস্তে উচ্চ হইতে উচ্চস্তরে স্থান দাও, তাঁহাদের আদর্শে আমাদিগকে অনুপ্রাণিত কর; তাঁহাদের রক্তের বিনিময়ে জামাতে আবার নূতনভাবে জাগরণ আনিয়া দাও এবং জামাতে তাঁহাদের মত শত শত শহীদের সৃষ্টি কর—যাহাতে ইসলাম ও আহ্‌মদীয়তের খেদমতে এবং হযরত রসুলে করীম (সাঃ)-এর ঝাণ্ডাকে বুলন্দ করিতে শেষ রক্তবিন্দুটুকু পর্যন্ত উৎসর্গ করিতে পারে এবং যাহাতে ইসলাম ও আহ্‌মদীয়তের বিজয় নিকটবর্তী হয়।

আমীন, সুম্মা আমীন।

সমস্ত প্রশংসাই বিশ্বের প্রতিপালক রহমান ও রহীমের জন্য।

★

দোয়ার আবেদন

জনাব আবদুর রহমান খান বাঙালী আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে আহ্‌মদীয়া মুসলীম মিশনারী ছিলেন। বর্ত্তমানে তিনি মিশনারী ইনচার্জ্জ পদে উন্নিত হইয়াছেন। আল্‌হামদুলিল্লাহ্।

তিনি বরফের উপর পিছলাইয়া পড়িয়া গিয়াছিলেন, ফলে বাম হাতের কবজায় আঘাত লাগে। এখনও তিনি সম্পূর্ণভাবে সুস্থ হন নাই।

তিনি সকল ভ্রাতা ভগ্নির কাছে তাঁহার রোগ মুক্তির জন্য দোয়ার আবেদন করিয়াছেন এবং তাঁহার উপরে ন্যাস্ত কাজ যাহাতে তিনি সুচারুভাবে সম্পন্ন করিতে পারেন তাহার জন্য দোয়ার আবেদন করিয়াছেন। —সম্পাদক আহ্‌মদী

* * *

খোশ্ খবর

বর্দ্ধমান জিলার ভারিচা গ্রামের (পোঃ আঃ ইড়কোণা) মোসাম্মাৎ সামসুরা বেগম গত ১লা জানুয়ারী ১৯৬৪ সালে আহ্‌মদীয়া মতবাদ গ্রহণ করিয়াছেন। আল্‌হামদুলিল্লাহ্।

তিনি জানাইয়াছেন যে, আহ্‌মদী পত্রিকা নিয়মিত পাঠ করিয়া এই মতবাদের সত্যতা তিনি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। আল্লাহ্ তাঁহাকে পুরস্কৃত করুণ।

—সম্পাদক আহ্‌মদী

মৌলানা জিল্লুর রহমান সাহেবের ইন্তেকালে

আমরা গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, গত ৬ই মার্চ (১৯৬৪) রাত্রি সাড়ে ৯টার সময় মৌলানা জিল্লুর রহমান সাহেব (রহঃ) নারায়ণগঞ্জস্থ তাঁহার বাসভবনে ইন্তেকাল করিয়াছেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। মৌলানা সাহেবের মৃত্যুতে আহ্‌মদীয়া জামাত একজন বিশিষ্ট আলীম ও খাদেম হারাইল। পূর্ব-পাকিস্তানে আহ্‌মদীয়াতের প্রচার ও প্রসারে তাঁহার দান ছিল বিরাট।

মাদ্রাসায় পড়ার সময়েই তিনি আহ্‌মদীয়া জামাতে দাখেল হন। এইজন্য তাঁহাকে ঘরে ও বাহিরে বহু প্রতিকুল অবস্থার সম্মুখীন হইতে হয়, ঘর বাড়ী ছাড়িয়া বহু ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়। জীবন ভর তিনি জামাতের খেদমত করিয়া যান। তিনি শুধু আলেমই ছিলেন না, একজন মৌলিক চিন্তার অধিকারীও ছিলেন।

কোরআন পাঠে তিনি শ্রোতাদের মুগ্ধ করিতেন। তিনি একজন সুবক্তাও ছিলেন। ভাষার লালিত্যে, উপমার গভীরতায়, যুক্তির ক্ষুরধারে, বিশেষতঃ মানবতা বোধ করা বক্তৃতায় তিনি যে ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করিতেন তাহাতে সকলে মুগ্ধ হইতেন।

তিনি একজন সুলেখক এবং সুপাঠক ছিলেন। তাঁহার লিখিত পুস্তক হাদিসুল মাহ্‌দী ইস্‌লামি সাহিত্যে একটি মহান অবদান। তাহা ছাড়া তিনি অনেক পুস্তিকা ও প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

১৯৩৯ সালে রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে আহুত এক ধর্মীয় সম্মেলনে আহ্‌মদীয়া জামাতের পক্ষ হইতে ইস্‌লাম সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। মৌলানা সাহেবের মৃত্যুতে আমরা গভীর শোক অনুভব করিতেছি এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনের জন্য সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

করুণাময় আল্লাহ্-তা'লার দরবারে মোনাজাত করিতেছি, যেন তিনি মরহুমের আত্মার মাগফেরাত দান করেন। আমীন।

Published & printed by Md. Fazlul Karim Mullah at Shajahan Printing works for the proprietors, 'East pakistan Ajuman Ahmadiyya', 4, Bakshi Bazar Road, Dacca

Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar